Science, Science and Science for Freedom

মুক্তির জন্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

শ্রমিকের মুক্তির জন্য তথ্য কেন্দ্র

(স্থাপিত- ২৩ অক্টোবর,২০০৯)

লেনিনবাদ হচ্ছে মার্কস কর্তৃক আবিষ্কৃত কমিউনিজমের বিজ্ঞানের দূষণ।

Basic Concept & Rules

মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী

পোষ্ট অফিস:বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড: ৩৫৬২, জিলা-চাঁদপুর, বাংলাদেশ ।

ই-মেইল: **icwfreedom@gmail.com.icwfreedom@yahoo.com**

ওয়েব: **www.icwfreedom.org**

মোবা: (৮৮০) ০১৬৪-২৬১৬-৬৮৬, ০১৭১-৫৩৪৫-০০৬।

বিনিময়: টাকা ১০.০০ মাত্র।

প্রস্তাবনা

সৌরজগত (পৃথিবীসহ) গঠিত হয়েছে তারকামন্ডলান্তর্গত ধূলিকনা ও গ্যাসের এক বিশাল ও ঘূর্ণায়মান মেঘ হতে যাকে পরিকীর্ণ বাস্পীয় পদার্থ বা নীহারিকা বলা হয়। সূর্য গঠনের উপজাত- নিস্প্রাণ পদার্থ হতে পৃথিবীর পানি ও জীবনের উদ্ভব হয়েছে। সৃষ্টির একটা নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মটি হচ্ছে বিজ্ঞান; প্রতিটি পরিবর্তন ও ক্রিয়ার কার্যকারণে একটা নিয়ম আছে, কাজেই প্রকৃতি, জীবনের নিয়মের মতোই সমাজেরও নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু শোষকরা শুধুমাত্র সম্পদ, পুঁজি ও ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে। তারা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিয়মকে তোয়াক্কা করে না উপরন্ত তারা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুরভিসন্ধিতে অবৈজ্ঞানিক সমাজ-রাজনীতিক মতবাদগুলো ব্যবহার করে আসছে। এমনকি, দর্শন, মতাদর্শ ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক বোধ এবং ব্যক্তিমালিকানার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণে তারা আজো সাফল্য লাভ করছে, যদিও শ্রমিকরা সকল মূল্য সৃষ্টি করে বলেই তারাই সকল সম্পত্তির মালিক। অথচ ব্যক্তিমালিকানা অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ যা শ্রমিকশ্রেণীর সকল সামাজিক দুর্দশা ও মানসিক অমর্যাদার কারণ সেই স্ববিরোধী ও চিরকালীন অনিশ্চয়তার সমাজের ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদেই শ্রম শক্তি বিক্রি করা ব্যতিত শ্রমিকশ্রেণীর কোন সম্পত্তি নাই।

পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক বিজ্ঞান শৃংখলিত এবং শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে মজুরি দাস। কিন্তু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উন্নয়ন তথা উদ্ভাবন, সৃষ্টি এবং উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় উৎপন্ন করা পুঁজিবাদের একটি চলমান প্রক্রিয়া। সুতরাং বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদের মতোই পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বৈরীতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। পুঁজিবাদের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাবান হচ্ছে বিজ্ঞান এবং শ্রমিকশ্রেণীহীন পুঁজিপতি হচ্ছে শুন্য। আবার, পুঁজিপতি শ্রেণী পণ্য উৎপাদন করে না। তাই পুঁজিপতি শ্রেণী ছাড়াই সকল সামাজিক উৎপাদন হতে পারে। অত:পর, উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য বিজ্ঞান ও শ্রমিক শ্রেণী মিত্রোচিত শক্তি। এবং সমাজের জন্য পুঁজিপতি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর উপাদান। সুতরাং, পুঁজিবাদ হচ্ছে উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ পরিত্যাগ ও বাতিল করার জন্য শ্রমিক শ্রেণী এবং বিজ্ঞানের ঐক্য একান্ত অপরিহার্য। উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে শ্রমিকশ্রেণী অথচ তা আত্মসাৎ করে পুঁজিপতি শ্রেণী, কাজেই পুঁজি হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের অপরিশোধিত অংশ বা অদেয় শ্রম। অত:পর, পুঁজিপতি হচ্ছে শোষক, প্রতারক, দুর্নীতিবাজ এবং সর্বোপরি অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং, পুঁজিবাদী সমাজ হচেছ অবৈজ্ঞানিক, অন্যায্য, অপরাধ স্রষ্ট্রা, অপরাধ নির্ভর, অপরাধ রক্ষক, জঘন্য, ভয়ংকর ও অনিশ্চিত, যুদ্ধ প্রবণ অত:পর, ইহা হচ্ছে শ্রম, সৃষ্টি, অগ্রগতি, আধুনিকতা, সমতা, শান্তি, মুক্তি এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজের বিরোধী। অত:পর, বিজ্ঞান, সমাজ, শ্রমিক শ্রেণী এবং মানুষেরও মুক্তি নিশ্চিতিতে

পুঁজিবাদের বিনাশ আবশ্যকীয়। সুতরাং, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের মাধ্যমে অর্থাৎ পুঁজি পুঞ্জিভূত করার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস এবং শ্রেণী ও রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র রক্ষক বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত বা রাষ্ট্র রক্ষায় নিয়োজিত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলুপ্ত করে অসভ্য, অবৈজ্ঞানিক, এবং অমানবিক পুঁজিবাদকে বিলুপ্ত করা জরুরী। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে ইহা হচ্ছে যুক্তিযুক্ত, যথার্থ ও ন্যায়সংগত, কারণ–

(ক) ১৩.৭৩ বিলিয়ন বৎসর বয়সী মহা বিশ্বের আধার হচ্ছে কমপক্ষে ৯৩ বিলিয়ন আলোক বর্ষ। ২০০৮ সালে মহা বিশ্ব হচ্ছে: ডার্ক এনার্জি–৭২%, ডার্ক ম্যাটার–২৩%, রেগুলার ম্যাটার–৪.৬% এবং নিউট্রিয়নস ১% এর নীচে। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে ১০মিলিয়ন হতে ১ ট্রিলিয়ন ষ্টার আছে এবং দৃশ্যমান মহা বিশ্বে ১০০ বিলিয়নেরও বেশী গ্যালাক্সী আছে। বেশীর ভাগ তারার বয়স ১ বিলিয়ন থেকে ১০ বিলিয়ন বছর এবং সৌরজগতের প্রতিবেশী পরিচিত সকল তারার ৬% সাদা ক্ষুদ্রাকৃতির যা কালো ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিণত হয়ে খুবই ঠান্ডা হওয়ায় অর্থপূর্ণ তাপ ও আলো নির্গত করতে পারছে না। এবং ৪.৫৭ বিলিয়ন বছর বয়সী তারা অর্থাৎ সূর্য যা পৃথীবির প্রায় সকল শক্তির উৎস সেটিরও ৫.৩৩ বিলিয়ন বছর পরে স্বক্রিয় থাকবে না;

(খ) এটমে আছে ঋণাত্মক শক্তির ইলেক্ট্রোন ও ধনাত্মক শক্তির প্রোটন এবং ইলেক্ট্রিক নিউট্রন। সেজন্য সেখানে ইলেক্ট্রোম্যাগনিটিজম বিদ্যমান বলেই এটমের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক হচ্ছে বৈপরীত্যের ঐক্য অর্থাৎ দ্বান্দিক। সে কারণেই প্রতিটি বস্তু গতিশীল, পরিবর্তনশীল এবং রূপান্তরশীল;

(গ) পুঁজিবাদী সমাজের বৈরীতামূলক সম্পর্ক দ্বান্দিক নিয়মের অধীন; এবং

(ঘ) রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, শ্রেণী এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস হচেছ মাত্র প্রায় ৫৫০০ বছরের কিন্তু মানুষের ইতিহাস হচ্ছে প্রায় ২০০,০০০ বছরের, কাজেই রাজনীতি, শ্রেণী এবং রাষ্ট্র এক সময়ে ছিল না; এবং এখন রাষ্ট্র হচ্ছে মৃতবৎ এবং পুঁজিবাদের সাথে সমাধিপাড়ে উপনীত। অত:পর, রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদ উভয়ই উন্নয়ন ও সমাজের জঞ্জাল ও বোঝা, এবং মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক।

কেবলমাত্র রাষ্ট্রহীন–শ্রেণীহীন সমাজ হচেছ বৈজ্ঞানিক সমাজ। বৈজ্ঞানিক সমাজে সকল প্রকার অবৈজ্ঞানিক মতবাদ, দৃষ্টিভংগি এবং চিন্তা তিরোহীত হবে, এমনকি পুঁজিবাদী ধারণা অর্থাৎ ভুয়ামি, বানোয়াটি, ভন্ডামি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ইত্যকার বিষয়াদি অতিতের অংশে পরিণত হবে এবং অস্ত্রাগার ও সামরিক অস্ত্র–শস্ত্র ঠাঁই নিবে ঐতিহাসিক যাদুঘরে, অত:পর, ঐটি হচ্ছে প্রাচুর্য সমেত চিরন্তর শান্তির শান্তিপূর্ণ সমাজ যার মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে প্রকৃতিকে জয় করতে প্রত্যেকের সর্বোচ্চ সামর্থ ও ক্ষমতা ব্যবহারে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেক্যের সহযোগিতা। সুতরাং বিজ্ঞানের সহযোগিতায় শ্রমিক শ্রেণী এবং যথার্থভাবে মানব

সমাজও মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করবে এবং হবে প্রকৃতির আধিপত্যকারী। অনুরূপ বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞান ও শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি একান্ত আবশ্যক। অত:পর, বিজ্ঞান ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় একটি "বিশ্ব তথ্য সংগঠন" অতীব গুরত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

এই লক্ষ্যে ২৩ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে Information Centre for Workers Freedom প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ইহা নভেম্বর, ১৯৮১ সালে জগতপুরে প্রতিষ্ঠিত গণ উন্নয়ন পাঠাগারের রূপান্তর।

অত:পর, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য কাজ করতে ICWF এর মটো হচ্ছে বিজ্ঞান জানা, বিজ্ঞান বুঝা, বিজ্ঞান গ্রাহ্য করা, বিজ্ঞান অনুশীলন করা।

সুতরাং, ICWF এর মূল শ্লোগান হচেছ–মুক্তির জন্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান।

১.উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা ও সহায়তা করা।

২.ঘোষণা এবং পক্ষপাতিত্ব :

(ক) কার্ল মার্কস কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস কর্তৃকও ব্যাখ্যাত কমিউনিজমের বিজ্ঞান।

(খ) লেনিনবাদ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা, বিচ্যুতি, বিকৃতি ও দূষণ।

(গ) পীড়িত বুর্জোয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সমর্থনে এবং তথাকথিত জাতীয় বুর্জোয়াদের মুক্তি সাধনে এক দেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও ভুয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা যার ভিত্তি হচেছ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভুয়া–বানোয়াটী সূত্র তা কার্যকরণে নিয়োজিত ছিল লেনিনের পার্টি। যদিচ, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার অনুযায়ী–

"দেশ ও জাতীয়তা বিলুপ্ত করতে চায় বলে কমিউনিস্টরা আরো নিন্দিত হয়। শ্রমিকের কোনো দেশ নেই। যা তারা পায়নি তা তাদের নিকট হতে আমরা কেড়ে নিতে পারি না। ইতোমধ্যে প্রলেতারিয়েতকে সর্বাগ্রে অবশ্যই সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, অবশ্যই জাতির নেতৃ শ্রেণী হতে হবে, অবশ্যই নিজেকেই জাতি হিসাবে গঠন করতে হবে, যদিও শব্দটি বুর্জোয়া বোধে নয়, তবুও ইহা নিজেই জাতীয়।" এবং

“এই অর্থে, কমিউনিষ্টদের তত্ত্ব সারসংক্ষেপিত হতে পারে একটি বাক্যে: ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ সাধন।” এবং

“প্রথমে বুর্জোয়াদের সহিত প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামটা একটা জাতীয় সংগ্রাম যদিও সারবস্তুতে নয়, তখন পর্যন্ত আকারে। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েত অবশ্যই সর্বাগ্রে হিসাব মেটায় তার নিজ বুর্জোয়ার সহিত।”

কিন্তু লেনিন ও লেনিনবাদীরা জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে এবং সে কারণেই তারা জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম এবং চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের পক্ষে। যদিও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের সহিত বৈরী সম্পর্কাধীন জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি মেকি বুর্জোয়া ধারণা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রেম হচ্ছে দেশপ্রেম যা শোষকদের অসৎ উদ্দেশ্যজাত রাজনৈতিক স্বার্থে এক বানোয়াটি কৃত্রিম আবেগ এবং নি:সন্দেহে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদ।

লেনিনবাদী পার্টি ও লেনিনীয় রাষ্ট্রের ঘোষণামতে লর্ড লেনিন এবং লেনিনীয় লর্ডরা কল্পকথার বীরদের মতো ‘মেধাবী ও প্রতিভাবান’, ‘মহান শিক্ষক’, ‘মহান নেতা’, ‘মহান মুক্তিদাতা’, ‘জাতির রক্ষক’, এবং ‘ চিরঞ্জীত’। লেনিন ও লেনিনীয় কিংরা কিছুটা মাত্রায় মিশরের ফারাও ডাইনেষ্টীর সম্রাটের অনুসারী এবং লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার তাত্ত্বিক ধারণার দর্শনগত ভিত্তি হচ্ছে বুক অব পিরামিড। এবং কিং ফারাও ও কিং রোমেলাসের মতোই লেনিন ও অন্যান্য লেনিনবাদীরা তাদের নিজস্ব পার্সোনাল কাল্ট সৃষ্টি ও পরিপোষণ করেছে। লেনিনবাদী ও লেনিনের রাজত্ব হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতে উৎপাদনী যন্ত্রপাতির একচেটিয়াকরণের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।

উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের একটি রাষ্ট্র-যে রাষ্ট্রটি পার্সোনাল কাল্ট সংরক্ষক সেনা শক্তি তথা পুলিশ, বিশেষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর আধিপত্যে এবং রাজনৈতিক এলিট সমেত লেনিন বা লেনিনবাদী লর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেই রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজতন্ত্র তথাকথিত সমাজতন্ত্রের এমন বানোয়াটি সূত্র স্বয়ং লেনিন সূত্রায়িত করেছেন। এমনকি, এমন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মিত ও টিকে থাকবে যদি তা প্রতিবেশী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত না হয় বা বিদেশী সাহায্য ও পুঁজি পায় এবং উচ্চতর বেতন ও ঘুষের বিনিময়ে সাবেক আমলাদের সহযোগিতায় । সুতরাং, কার্ল মার্কস ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির মতানুযায়ী লেনিন এবং লেনিনবাদী ট্রটস্কী, ষ্টালিন, মাও, হো-চিমিন, হোক্সা, চসেস্কো, টিটো, কিম, ক্রুচেভ, গর্বাচেভ এবং অন্যান্য লেনিনবাদী-মাওবাদী রাষ্ট্রীক নির্বাহী ও পার্টি লর্ডরা হচ্ছে শোষকদের গ্যাং লিডার; এবং তাদের অনুসারী অথচ সুবিধাভোগী নয় এমনরা হচ্ছে বেকুফ ।

(ঘ) লেনিন, ট্রটস্কি, ষ্টালিন, মাও এবং অন্যান্য সকল লেনিনবাদী-মাওবাদী কোম্পানীগুলো হচ্ছে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ও কবরপাড়ে উপনীত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের বন্ধু এবং রক্ষক ।

(ঙ) সমাজতন্ত্র রাজনীতির প্রশ্ন নয়, কিন্তু ইহা হচ্ছে একটা সামাজিক প্রসংগ। সুতরাং সমাজতন্ত্রীরা হচ্ছে সমাজ কর্মী।

(চ) সাম্যতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র । তাই পুঁজিতন্ত্রের বিলুপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত সাম্যতন্ত্র হচ্ছে একটি নতুন সমাজ। যেখানে ব্যক্তিমালিকানা নাই, বেচা-কেনা নাই, উদ্বৃত্ত-মূল্য নাই, পুঁজি নাই, শোষণ নাই, কাজেই শ্রেণী নাই; অত:পর, শ্রেণী স্বার্থের জন্য কোনো রাষ্ট্র নাই। সুতরাং, সমাজতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন একটি সমাজ।

(ছ) সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমেত সকল প্রকার উত্তরাধিকার বিলোপ এবং সম্পদের সামাজিকীকরণের মাধ্যমে যে কারো উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ বিলুপ্তি এবং সাধারণ সম্পত্তি হবে পরিকল্পিত ও যথোচিত উৎপাদন ও বন্টন সমেত বিশ্বের নিরাপদ অঞ্চলে জনবসতির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য ও বৈজ্ঞানিক জীবন ব্যবস্থার নিমিত্তে বাসস্থান, খাদ্য, পরিধেয় এবং অন্যান্য মৌলিক উপকরণাদি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিহীতাদি এবং মানব দেহ গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয় অথচ পরজীবীতার হীন স্বার্থে দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতির তারতম্য প্রকাশক অংগ বিশেষকে মূল্য উৎপন্ন সমেত কর্মক্ষমতার তারতম্য নির্ধারক গণ্যে কেবলই অংগ বিশেষের হেতুবাদে অধিকতর কর্মক্ষমতাবান ও কম কর্মক্ষমতাবান ব্যক্তিতে ভাগ-বিভাজনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বৈষম্য-বৈরীতা সৃষ্টি করে কেবলমাত্র অংগ বিশেষের পরিচয়ে পরিচিতকরণের জেন্ডারের ঘৃণ্য ও বর্বর ধারণার বিলোপ এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ও বৈজ্ঞানিক বৈবর্তনিক প্রক্রিয়ায় একটি সহজ ও একক ভাষা উদ্ভাবন এবং কল্পকথা ও অবৈজ্ঞানিক শব্দ বা দাস-প্রভু সম্পর্ক বোধক বা তদার্থের শব্দরাজি অথবা আধিপত্য, অধীনতা ও মানুষকে বিভাজিত করার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বিনাশ,বিলোপ ও পরিত্যাগ এবং বস্তুবিশেষ শনাক্তকরণ অর্থাৎ বস্তুর যথাযথ, উপযুক্ত ও যথোচিত বর্ণনা ও কার্যাবলী তথা সংজ্ঞা অথবা প্রকৃত ও নির্ভুল গতি অথবা সুনির্দিষ্ট অস্থিত্ব বা যেকোনো ঘটনা ও সংখ্যার যথোচিত শব্দরাজি উদ্ভাবন ও উদ্ঘাটন এবং বৈষম্য ও বৈরীতামুক্ত মানবিক সম্পর্কের উপযুক্ত ও যথার্থ নতুন শব্দরাজি পরিগ্রহণ করার জন্য ব্যাকরণের পরিবর্তন ও হালনাগাদিকরণ এবং পার্সোনাল কাল্ট বা অবৈজ্ঞানিক ঘটনার প্রতিনিধিত্বকারী স্থানসমূহের পুন:নামাকরণ এবং গ্যালাক্সি বা মিল্কিওয়ে এবং গ্রহের মতোই কল্প কথার নামযুক্ত মাস ও দিনের নাম বিলোপ সাধনের মাধ্যমে বর্ষপুঞ্জির সংস্কার সাধন করা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের আশু লক্ষ্য।

(জ) সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র নয়,বরং রাষ্ট্রীয় সীমানাহীন বৈশ্বিক সমাজ; **ইহার সামাজিক উৎপাদন, পরিবহন, যোগাযোগ ইত্যাদি সমন্বিত হবে** একটি বিশ্ব জনসমিতি দ্বারা।

(ঝ) সমাজতন্ত্র অর্থাৎ শ্রমিকের মুক্তি, স্থানীয় বা জাতীয় কোনো বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে নির্ভর করতে হবে আধুনিক সমাজের অগ্রগামী দেশগুলোর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐকমত্যের উপর।

(ঞ) কোন একটি জাতীয় সংগঠন কিংবা কোন একটি রাজনৈতিক দল নয় বরং শ্রেণীহীন সমাজের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিশ্ব সমিতি আবশ্যক যা সমাজতন্ত্রের মৌলিক হাতিয়ার, অগ্রদূত ও সাংগঠনিক শর্ত।

(ট) এফ.ডি. রোজভেল্ট, ডব্লিউ. চার্চিল এবং জে. ষ্টালিন কর্তৃক সৃষ্ট বিশ্বব্যাংক–আই এম এফ হচ্ছে বিশ্ব প্রভু, রক্ষক, সংরক্ষক এবং পুঁজিবাদের মতো রাষ্ট্রেরও শাসক। সুতরাং, ব্যক্তিমালিকানার পক্ষীয় সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলো সমেত বিশ্বব্যাংক–আই এম এফের ধ্বংস, বিনাশ, বর্জন ও বিলোপসাধন করা সমাজতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

(ঠ) পুঁজি হচ্ছে একটি যৌথ প্রোডাক্ট অত:পর পুঁজি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নয় বরং সামাজিক শক্তি। কিন্তু পুঁজি ও মজুরি শ্রমের বৈরীতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদে পুঁজির মালিকানা হচ্ছে ব্যক্তিগত। সুতরাং, পুঁজিবাদী সম্পর্ক হচ্ছে বৈষম্যমূলক, সাংঘর্ষিক ও বৈরীতামূলক। উপরন্ত, পুঁজিবাদী উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজির পুঞ্জিভূবন। অত:পর, অনিবার্যভাবে অতিরিক্ত বা বেশী উৎপাদন পুঁজিবাদের প্রকৃতি এবং এটি হচ্ছে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বিদ্রোহ যাকে বলা হয় পুঁজিবাদের সংকট। সংকট শ্রমিক শ্রেণীকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে এবং অতি দ্রুত অনেক পুঁজিপতিকে শ্রেণীচ্যুত করে। পুঁজিবাদী সংকটের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য এবং এটি পুঁজিবাদী সমাজের নিরাময় অযোগ্য জন্মগত ব্যাধি বলেই পুঁজিবাদের সংকট সমাধান অসম্ভব। সুতরাং বুর্জোয়া সমাজ উৎপন্ন করে অধিক হতে অধিকতর ধ্বংসাত্মক শক্তি যেমন পুঁজিবাদের নতুন নতুন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং শ্রমিকশ্রেণী। সুতরাং, মিত্রোচিত উভয় শক্তির সাধারণ স্বার্থ হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণীকে কবরস্তকরণে চিরতরের জন্য উচ্ছেদ করা। এই, সাফল্যের সহিত পুঁজিবাদের সংকট উত্তরণে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সমষ্টিগত উৎপাদনের জন্য মানানসই ও যথার্থ একটি নতুন সমাজ যা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজের জন্য বিদ্রোহী উৎপাদন যন্ত্রপাতির সহিত উপযুক্ত, যথার্থ ও ধারাবাহিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়া শ্রমিকশ্রেণী অবৈজ্ঞানিক পুঁজিবাদী সমাজ বিলুপ্ত ও বিলীন করবে এবং সে কারণেই পুরনো পুঁজিবাদী সমাজ টিকবে না।

(ড) সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদের স্থলাভিষিক্তিকরণে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীকে বিজয় অর্জন করতে হবে ; এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির কাজ শ্রমিক শ্রেণীর নিজেরই ।

(ঢ) শ্রমিকদের মুক্তির মৌলিক প্রয়োজন ও মৌল শর্ত হচ্ছে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য–সংহতি এবং প্রণালীবদ্ধ ঐক্য।

সুতরাং, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিশ্ব সমিতি গঠনে উদ্যোগ নিতে ও সহযোগিতা করতে Information Centre for Workers Freedom প্রাসংগিক তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং সমগ্র দুনিয়ায় আদান-প্রদান করা।

৩। **সাংগঠনিক নীতিমালা**

(ক) কেবলমাত্র সাম্যতন্ত্র ও সাম্যতান্ত্রিক সম্পর্ক;

(খ) সকল সদস্য সমান;

(গ) প্রত্যেক সদস্যেরই অধিকার আছে জানা, কাজ করা,প্রত্যাহার সাপেক্ষ যে কোন পদে নির্বাচন এবং ভোট প্রদান করার এবং নিজস্ব সাংগঠনিক স্তরে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় **অবাধে ও অকপটে** মতামত প্রদান এবং পদত্যাগের অধিকার সহ একটি বা বিভিন্ন ইউনিটে একাধিক পদ ধারণে কেউ বারিত হইবেন না;

(ঘ) প্রাক সভ্য ICWF এর সদস্য নন এবং প্রাক সভ্য ফোরাম সাংগঠনিক অংশ নয় এবং কোন প্রাক সভ্য ICWF- এর কোন পদে নির্বাচিত ও ভোট প্রদানে যোগ্য নন। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব ফোরামে যে কোন পদে ভোট প্রদান এবং নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য।

৪। **সদস্যপদের শর্তাবলী:**

(ক) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তথা সেকশন ১ ও ২ এর প্রতি স্বীকৃতি ;

(খ) ICWF এর জন্য কাজ ও সর্বোত্তম সার্ভিস প্রদান করা ;

(গ) নিয়মিত চাঁদা প্রদান এবং তহবিল ও সামগ্রী সংগ্রহ করা ;

(ঘ) ICWF-এর নিয়মাবলী এবং ICWF ও তাঁদের নিজস্ব কমিটির সিদ্ধান্তবলী অনুসরণ ও মান্য করা।

৫। প্রাক সভ্যপদের শর্তাবলী:

(ক) বিজ্ঞান, বিশেষত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান জানতে আগ্রহী;

(খ) শোষণ হতে মুক্তির আকাংখা;

(গ) মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য বুভুক্ষ ও আকর্ষণ;

(ঘ) ICWF এর জন্য কাজ ও সর্বোত্তম সার্ভিস প্রদান করা ;

(ঙ) নিয়মিত চাঁদা প্রদান এবং তহবিল ও সামগ্রী সংগ্রহ করা ; এবং

(চ) ICWF-এর নিয়মাবলি এবং ICWF ও তাদের নিজস্ব কমিটির সিদ্ধান্তবলী অনুসরণ ও মান্য করা।

৬। সাংগঠনিক কাঠামো

কাউন্সিল, কমিটি এবং বিভিন্ন প্রকারের ইউনিট:

(১)কাউন্সিল সকল প্রকার রির্পোটে সম্মতি বা অসম্মতি প্রদান করবে, সকল স্তরের কমিটি নির্বাচন করবে এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল হচ্ছে সর্বোচ্চ অংগ এবং ইউনিট কমিটি হচ্ছে সর্বনিম্ন অংগ। আবশ্যকতা দেখা দিলে মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী'র সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সংশোধনী কাউন্সিল গ্রহণ করবে। তবে সেক্ষেত্রে কাউন্সিলে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের ৮০% হ্যাঁ সূচক মতামত সাপেক্ষ । ।

(২) প্রত্যেক ৩ বছর অন্তর কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু যে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট অর্গানের সিদ্ধান্ত মতো নির্দিষ্ট তারিখের আগে-পরে তা অনুষ্ঠান করা যাবে।

৭।কমিটি কাঠামো:

(ক) ইউনিট:

(১) কাউন্সিল-সর্বনিম্ন ৩ এবং সর্বোচচ ৩০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে;

(২) কমিটি- ১ জন সমন্বয়ক, ১ জন সহ সমন্বয়ক এবং সর্বনিম্ন ১ এবং সর্বোচ্চ ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। কমিটি শূন্যপদে কো-অপ্ট করতে পারবে।

(খ) কেন্দ্রীয়:

(১) কাউন্সিল- কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত প্রতিনিধির সংখ্যা বা হিস্যামতো সকল নিম্ন পর্যায়ের অংগ হতে নির্বাচিত প্রতিনিধি, তবে কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য এবং সকল কমিটির সমন্বয়ক বা সমন্বয়কের প্রতিনিধিগণ পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বের যোগ্য বিধায় তাদের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হবে ।

(২) কমিটি-১ জন সমন্বয়ক, ১-৫ জন সহ সমন্বয়ক এবং সর্ব নিম্ন ৫ এবং সর্বোচ্চ ২৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। তবে প্রয়োজন হলে সহ-সমন্বয়ক বা সদস্য সংখ্যা বাড়াতে বা পরিবর্তন করতে পারবে কাউন্সিল।

বি.দ্রঃ

(১)সমন্বয়ক/সহ সমন্বয়ক এবং প্রত্যেক কমিটি সদস্য বা বিভিন্ন কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিষয়ে নিয়মাবলী, বিধানাবলী ও উপবিধিসমূহ পরবর্তীতে আরো সুবিস্তৃত হবে।

(২) কেন্দ্রিয় কমিটি এবং কেন্দ্রিয় কাউন্সিল ICWF এর বিভিন্ন প্রান্ত ও স্তর নির্ধারণ করবে এবং বিভিন্ন কারণে কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষ সকল কমিটি উপবিধি ও নিয়মাবলী পাশ করতে পারবে।

(৩) সদস্য পদ প্রদান বা না প্রদান বা পুন:প্রদান করার সুযোগ ও অধিকার আছে প্রত্যেক কমিটির। নতুন সভ্যপদ প্রদান বা সাবেক বা অপসারিত সদস্যের সদস্যপদ পুন:প্রদান সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক কার্যকৃত হবে।

(৪)সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী বা উপবিধি সমূহ চূড়ান্ত করার পূর্বে –

(ক) কমিটি সদস্যদের করণীয় কর্ম ও দায়িত্ব সমূহ সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মতে বন্টিত হবে।

(খ) কাজ না করা, নিষ্ক্রিয়তা এবং ICWF এর বিরুদ্ধে কাজ করা বা সেকশন ১ ও ২ অস্বীকার করা বা অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুরভিসন্ধিতে মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো বা নিয়মানুযায়ী কার্য সম্পাদন না করা বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়মসমূহকে অকার্যকর করা অথবা ICWF নিজস্ব কমিটির সিদ্ধান্ত মান্য না করা বা সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যাওয়া বা সেন্টারের তহবিল তছরূপ করলে যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কমিটি কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষ উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তিকরণের পর অভিযুক্তের জবাবের উপযুক্ত বিবেচনা সাপেক্ষ বহিস্কার সহ যে কোন ধরণের যৌক্তিক ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৮। সিদ্ধান্ত:

অনূন্য দুই তৃতীয়াংশ হ্যাঁ সূচক ভোট সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে। তবে মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী সংশোধনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের ৮০% হ্যাঁ সূচক ভোট সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

৯। সমন্বয় সাধন:

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধতা সমেত সমগ্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমন্বয়সাধনকারী অংগ হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

১০। বিলুপ্তি:

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর Information Centre for Workers Freedom বিলুপ্ত হইবে।

বিশেষ লক্ষ্যণীয়:

ক। উন্নত দেশগুলোর জন্য সদস্য পদ ও নবায়ন ফি ৫ মার্কিন ডলার এবং অন্যান্যদের জন্য ২ ডলার। পুন:ভর্তি ফি দ্বিগুণ।

খ। উন্নত দেশগুলোর জন্য বার্ষিক চাঁদা ১০ মার্কিন ডলার এবং

অন্যান্যদের জন্য ৪ মার্কিন ডলার।

গ। প্রাক সভ্য পদের জন্য সদস্যপদের ফি ও চাঁদার ৫০%।

ঘ। মোট ফি ও চাঁদার ৫০% কেন্দ্রীয় কমিটির ।

ঙ। আগ্রহী ব্যক্তি কর্তৃক সদস্য পদ ও প্রাক সভ্য পদ ফরম পূরণ করে কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট নির্ধারিত ফি ও চাঁদা সহ প্রেরণ করতে হবে।

চ। কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট কমিটি সদস্য পদ বা প্রাক সভ্য পদ প্রদানে অপারগতায় তজ্জনিত ব্যয় কর্তন পূর্বক ফি ফেরত দিবে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত।

Science,- Science & Science for Freedom

Information Centre for Workers Freedom

Post Office-Bazar Jagatpur, Postal Code-3562, District- Chandpur, Bangladesh.
e-m: icwfreedom@yahoo.com, icwfreedom@gmail.com, www.icwfreedom.org

(Estb-23Oct,2009)

Membership Form

Date:

I agreed with Basic Concept & Rules of ICWF. I am interested for Membership.

Name:

Date of Birth

Profession:

Address:

Signature

For Committee use only

Welcome ☐ Sorry ☐ M.Code:

Signature of Co-ordinator

Central Committee / ----------Committee

Mobl: (880)0171-5345-006, 0164-2616-686.

Science, Science & Science for Freedom

Information Centre for Workers Freedom

M.Card

Name:

Member Code:

Signature of Co-ordinator

Central/----------Committee

Science, Science & Science for Freedom

Information Centre for Workers Freedom

Post Office-Bazar Jagatpur, Postal code -3562, District- Chandpur, Bangladesh.
e-m: icwfreedom@yahoo.com, icwfreedom@gmail.com, www.icwfreedom.org

(Estb-23Oct, 2009)

Pre Member ship Form

Date:

I read Basic Concept and Rules of ICWF. I am interested for Pre Member ship.

Name:

Date of Birth

Profession:

Address:

Signature

For Committee use only

Welcome ☐ Sorry ☐ P. code: ☐

Signature of Co-ordinator

Central Committee / ----------------------------------Committee

Mobl: (880)0171-5345-006, 0164-2616-686.

Science - Science & Science for Freedom

Information Centre for Workers Freedom

P.M.Card

Name:

P. Code:

Signature of Co-ordinator

Central/----------------------Committee